(Causes of Inflation)

দ্রব্য সামগ্রীর দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকলে তাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। মুদ্রাস্ফীতি কেন দেখা দেয় এ সম্পর্কে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন।

প্রাচীন অর্থনীতিবিদ্‌দের ধারণা ছিল যে শুধুমাত্র অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলেই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের সাহায্যে প্রাচীন অর্থনীতিবিদরা দেখিয়েছিলেন যে কোন দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় থাকা অবস্থায় অর্থের যোগান যদি বাড়ে তাহলে দামস্তর বাড়বে এবং অর্থের যোগান যে হারে বাড়বে দামস্তরও ঠিক সেই হারেই বাড়বে। প্রাচীন তত্ত্বের প্রধান অসুবিধা এই যে এই তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয় যে অর্থের পরিমাণ বাড়লে দ্রব্য সামগ্রীর যোগান বাড়ে না। আরও ধরা হয় যে অর্থের প্রচলন বেগ সব সময়ে স্থির আছে এবং অর্থ শুধুমাত্র বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। এই অনুমানগুলি অবাস্তব। যে দেশে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা এখনও আসেনি সেই দেশে পূর্ণ নিয়োগের আগেই দামস্তর কেন বাড়ে তার ব্যাখ্যা প্রাচীন তত্ত্ব থেকে দেওয়া যায় না। তাছাড়া অনেক সময়ে দেখা যায় যে অর্থের পরিমাণ একই থাকা সত্ত্বেও দ্রব্যের দাম ক্রমাগত বাড়ছে। তার ব্যাখ্যাও প্রাচীন তত্ত্ব থেকে দেওয়া যায় না। এই সমস্ত কারণের জন্য **মুদ্রাস্ফীতির ব্যাখ্যা হিসাবে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি বা প্রাচীন অর্থনীতিবিদ্‌দের তত্ত্বটি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য নয়।**

অধ্যাপক কেইন্‌সের মতে মুদ্রাস্ফীতি যেহেতু দ্রব্যসামগ্রীর দামবৃদ্ধিকে বোঝায় সুতরাং দ্রব্যসামগ্রীর বাজারেই মুদ্রাস্ফীতির কারণ অনুসন্ধান করতে হবে ; অর্থের বাজারে নয়। কেইন্‌সের তত্ত্ব অনুযায়ী যদি দ্রব্য সামগ্রীর বাজারে বাড়তি চাহিদা দেখা দেয় এবং যদি দ্রব্য সামগ্রীর যোগান সম্পূর্ণরূপে অস্থিতিস্থাপক হয় তাহলে দ্রব্য সামগ্রীর বাজারে বাড়তি চাহিদার প্রভাবে দামস্তর বাড়তে থাকে। দ্রব্যের যোগান স্থির না থাকলে চাহিদা বাড়লে দাম বাড়বে না বরং যোগান বেড়ে যাবে। সেজন্য মুদ্রাস্ফীতিকে ব্যাখ্যা করতে হলে দ্রব্যের যোগান স্থির আছে বলে ধরে নিতে হয়। দেশে যখন পূর্ণ কর্মসংস্থান রয়েছে তখনই দ্রব্যের যোগান স্থির থাকে। সুতরাং পূর্ণ কর্মসংস্থান অবস্থায় যদি দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায় তাহলে দ্রব্যের বাজারে যে বাড়তি চাহিদা দেখা দেয় সেই বাড়তি চাহিদাই মুদ্রাস্ফীতির কারণ। যতক্ষণ পর্যন্ত এই বাড়তি চাহিদা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত দামস্তর বাড়তে থাকবে।

কিন্তু কেইন্‌সের তত্ত্বটির অসম্পূর্ণতা এই যে এখানে বলা হচ্ছে যে শুধুমাত্র পূর্ণ কর্মসংস্থান অবস্থাতেই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান আসবে না ততক্ষণ পর্যন্ত বাড়তি চাহিদা থাকলে বাড়তি চাহিদার প্রভাবে উৎপাদন বাড়বে। কিন্তু দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান এসে গেলে উৎপাদন আর বাড়ানো সম্ভব নয়। সেই অবস্থায় বাড়তি চাহিদা থাকলে শুধুমাত্র দামস্তরই বাড়বে এবং মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেবে। কিন্তু পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌঁছানোর

আগেই যে কোন দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে তার ব্যাখ্যা কেইন্‌সের তত্ত্ব থেকে দেওয়া সম্ভব নয়। আবার কোন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো যদি অনুন্নত হয়, যদি দেশে কোন গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনের উপাদানের যোগান অস্থিতিস্থাপক হয় বা যদি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অন্য কোন বাধা থাকে তাহলে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় পৌঁছানোর আগেই দামস্তর বাড়তে থাকে। এই ধরনের মুদ্রাস্ফীতিকে অধ্যাপক কেইন্‌সের তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় না।

আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে মুদ্রাস্ফীতি দুরকমভাবে দেখা দিতে পারে। একটি হ'ল চাহিদার দিক থেকে; অপরটি যোগান বা উৎপাদন ব্যয়ের দিক থেকে। চাহিদার দিক থেকে মুদ্রাস্ফীতি আবার দুভাবে উদ্ভব হতে পারে। উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীর বাজারে বাড়তি চাহিদা থাকলে তার প্রভাবে দামস্তর বাড়তে পারে। আবার উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীর বাজারে যদি বাড়তি চাহিদা না থাকে কিন্তু উৎপাদনের উপকরণের বাজারে যদি বাড়তি চাহিদা থাকে তার প্রভাবেও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি শ্রমের বাজারে বাড়তি চাহিদা থাকে তাহলে তার প্রভাবে মজুরি বাড়বে। মজুরি বাড়লে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে এবং তার ফলে দ্রব্যের দামও বাড়বে। এক্ষেত্রে শ্রমের বাজারের বাড়তি চাহিদা থেকেই মুদ্রাস্ফীতির উদ্ভব হ'ল।

আবার দ্রব্যের বাজারে বা উৎপাদনের উপকরণের বাজারে বাড়তি চাহিদা না থাকা সত্ত্বেও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। এটিকে ব্যয়বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক শ্রমের বাজারে বাড়তি চাহিদা নেই। ধরা যাক শ্রমের বাজারে বাড়তি যোগান রয়েছে। অর্থাৎ বেশ কিছু শ্রমিক বেকার রয়েছে। কিন্তু ধরা যাক যে শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হয়ে দর কষাকষির মাধ্যমে অতিরিক্ত মজুরি আদায় করছে। এইভাবে শ্রমিক সংঘের মাধ্যমে যদি শ্রমিকরা মজুরির হার বাড়াতে পারে তাহলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেলে দ্রব্য সামগ্রীর দামও বৃদ্ধি পাবে। এই ধরনের মুদ্রাস্ফীতিকে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

শ্রমিকের মজুরি ছাড়া অন্যান্য উপাদানের দাম বৃদ্ধি পেলেও ব্যয় বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক্ কোন দেশ জ্বালানী হিসাবে পেট্রল আমদানি করছে। এখন যদি পেট্রলিয়াম রপ্তানিকারী দেশগুলি পেট্রলের দাম বাড়ায় তাহলে যে দেশটি পেট্রল আমদানি করছে সেই দেশের উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায়। তার প্রভাবে সেই দেশের সাধারণ দামস্তর বাড়তে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতির উৎসটি শ্রমিক সংঘ নয়। এক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধির উৎস পেট্রলের দাম বৃদ্ধি।